

**[PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH FLAG RULES, 1972
(Revised up to August, 2023) এর অনুদিত বাংলা পাঠ]**



মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH FLAG RULES, 1972
(Revised up to August, 2023) এর অনূদিত বাংলা পাঠ]

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972
(Revised up to August, 2023) এর অনূদিত বাংলা পাঠ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা

১। শিরোনাম এবং কার্যকর হইবার তারিখ।—

- (ক) এই বিধিমালা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ নামে পরিচিত হইবে।
(খ) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

- (১) “পতাকা” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ‘জাতীয় পতাকা’।

৩। ‘পতাকা’র আয়তন এবং বর্ণনা।—

‘জাতীয় পতাকা’ গাঢ় সবুজ রঙের হইবে এবং ১০:৬ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার সবুজ রঙের মাঝখানে একটি লাল বৃত্ত থাকিবে। লাল বৃত্তটি পতাকার দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হইবে। পতাকার দৈর্ঘ্যের নয়-বিংশতিতম অংশ হইতে অঙ্কিত উল্লম্ব রেখা এবং পতাকার প্রস্থের মধ্যবর্তী বিন্দু হইতে অঙ্কিত আনুভূমিক রেখার পরস্পর ছেদ বিন্দুতে বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু হইবে।

(১) রং:

- (ক) পতাকার সবুজ পটভূমি হইবে প্রতি হাজারে প্রোসিয়ন ব্রিলিয়ান্ট গ্রীন এইচ-২ আর এস ৫০ পার্টস।
(খ) লাল বৃত্তাকার অংশ হইবে প্রতি হাজারে প্রোসিয়ন ব্রিলিয়ান্ট অরেঞ্জ এইচ-২ আর এস ৬০ পার্টস।

(২) ভবনে ব্যবহারের জন্য ‘পতাকা’র আয়তন:

- (ক) ১০'x৬' ;
(খ) ৫'x৩' ;
(গ) $2\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}'$ ।

১[সরকার ভবনের আয়তন অনুযায়ী এবং প্রয়োজনে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ঠিক রাখিয়া বড় আয়তনের পতাকা প্রদর্শনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে]

(৩) গাড়ীতে ব্যবহারের জন্য ‘পতাকা’র আয়তন:

- (ক) ১৫" x ৯" বড় গাড়ীর জন্য;
(খ) ১০" x ৬" ছোট এবং মাঝারি আকারের গাড়ীর জন্য।

নোট:—এস.আর.ও. ১৮৫-আইন/৮৯, তারিখ ১৩ জুন, ১৯৮৯ দ্বারা সংশোধিত।

(৪) আন্তর্জাতিক এবং দ্বিপাক্ষিক কনফারেন্সের জন্য ‘টেবিল পতাকা’র আয়তন ১০" x ৬"।

ব্যাখ্যা:

- (ক) পতাকার দৈর্ঘ্য ১০ হইলে প্রস্থ হইবে ৬ ;
- (খ) ‘পতাকা’র লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ হইবে ২ ;
- (গ) বামদিক হইতে ‘পতাকা’র দৈর্ঘ্যের $8\frac{1}{2}$ হইতে একটি উল্লম্ব রেখা টানিতে হইবে এবং পতাকার প্রস্থের মধ্যভাগ হইতে একটি আনুভূমিক রেখা টানিতে হইবে;
- (ঘ) এই উভয় রেখার ছেদ বিন্দুটি হইবে লাল বৃত্তের কেন্দ্র।

৪। যে সকল উপলক্ষে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হইবে।—

১।(১) নিম্নবর্ণিত দিবস এবং উপলক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র সরকারি ও বেসরকারি ভবনসমূহে এবং বিদেশে অবস্থিত কূটনৈতিক মিশনের অফিস ও কনসুলার পোস্টসমূহে নিম্নরূপ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করিতে হইবে :

- (ক) মহানবীর জন্ম দিবস (ঈদ-এ-মিলাদুননবী)।
- (খ) ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ।
- (গ) ১৭ই মার্চ জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস।
- (ঘ) ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস।
- (ঙ) ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস।
- (চ) সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্য যে কোন দিবস।]

২।(২) নিম্নবর্ণিত দিবসসমূহে ‘পতাকা’ অর্ধনমিত থাকিবে:

- (ক) ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস;
- (খ) ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস; এবং
- (গ) সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্য যে কোন দিবস।]

৫। যে সকল দেশে বাংলাদেশ মিশন অবস্থিত সেই সকল দেশের প্রথা অনুসারে, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনসমূহ এবং কনসুলার পোস্টসমূহে পতাকা উত্তোলন করা হইবে। যে সকল দেশে প্রতিদিন পতাকা উত্তোলনের প্রথা নাই, সেই সকল দেশে যে যে দিবসে সাধারণত পতাকা উত্তোলন করা হয়, সেই সকল দিবসে এবং ৪নং বিধিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট দিবসসমূহে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হইবে। কিন্তু যে সকল দেশে প্রতিদিন পতাকা উত্তোলন করা হয়, সেই সকল দেশে একটি বিশেষ বড় পতাকা উত্তোলন করিতে হইবে।

৬। সরকারি ভবন, অফিসিয়াল বাসস্থান, মোটরযান প্রভৃতিতে ‘পতাকা’র ব্যবহার।—

(১) গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন এবং অফিসসমূহ, যেমন-রাষ্ট্রপতির বাসভবন, সংসদ ভবন প্রভৃতি, সকল মন্ত্রণালয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সচিবালয় ভবনসমূহ, হাইকোর্টের অফিসসমূহ, জেলা ও দায়রা জজ আদালতসমূহ, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার/ কালেক্টর, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের অফিসসমূহ, কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহ, পুলিশ স্টেশন, শুল্ক পোস্টসমূহ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এইরূপ অন্যান্য ভবন] এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ভবনসমূহে সকল কর্মদিবসে ‘বাংলাদেশের পতাকা’ উত্তোলন করা হইবে।

নোট:—১। এস.এর.ও, ৯০-আইন/২০২৩, তারিখ: ২৫ এপ্রিল ২০২৩ দ্বারা সংশোধিত।

২। এস.এর.ও, ২৪৫-আইন/২০০৮-মপবি-৫/১/২০০৭-বিধি, তারিখ: ১১ আগস্ট ২০০৮ দ্বারা সংশোধিত।

৩। নং মপবি-৫/১/৮৮-বিধি(অংশ-২)-২৮, তারিখ: ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ দ্বারা সংশোধিত।

৭।(২) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অফিসিয়াল বাসভবনে ‘পতাকা’ উত্তোলন করা হইবে:

- (ক) রাষ্ট্রপতি;
- (খ) প্রধানমন্ত্রী;
- (গ) জাতীয় সংসদের স্পীকার;
- (ঘ) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি;
- (ঙ) মন্ত্রীবর্গ;
- (চ) চীফ হুইপ;
- (ছ) জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার;
- (জ) জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা;
- (ঝ) মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ;
- (ঞ) প্রতিমন্ত্রীবর্গ;
- (ট) প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ;
- (ঠ) উপমন্ত্রীবর্গ;
- (ড) উপমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ;
- (ঢ) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক/কনস্যুলার/মিশনসমূহের প্রধানগণ;
- (ণ) রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানগণ।

(৩) রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদের মোটরযান, জলযান এবং উড়োজাহাজে ‘বাংলাদেশের পতাকা’ উত্তোলন করিবার অধিকারী হইবেন।

(৪) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের মোটর গাড়ী ও জলযানে ‘বাংলাদেশের পতাকা’ উত্তোলন করিবার অধিকারী হইবেন:

- (ক) জাতীয় সংসদের স্পীকার;
- (খ) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি;
- (গ) মন্ত্রীবর্গ;
- (ঘ) চীফ হুইপ;
- (ঙ) জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার;
- (চ) জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা;
- (ছ) মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ;
- (জ) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক/কনস্যুলার/মিশনসমূহের প্রধানগণ।

(৫) প্রতিমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, উপমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ রাজধানীর বাহিরে দেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশে ভ্রমণকালীন সময়ে তাঁহাদের মোটরযান এবং জলযানে ‘বাংলাদেশের পতাকা’ উত্তোলনের অধিকারী হইবেন।

নোট: কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি মোটরযান বা জলযানে অবস্থানকালীন সময়ে ‘পতাকা’ উত্তোলন করা হইবে।

৭। ‘পতাকা’র সম্মান বজায় রাখা।—

- (১) সর্বদা পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করিতে হইবে।
- (২) পতাকা দ্বারা মোটরযান, রেলগাড়ী অথবা নৌযানের খোল, সম্মুখভাগ অথবা পশ্চাদভাগ কোন অবস্থাতেই আচ্ছাদিত করা যাইবে না।

নোট:—১। নং মপবি-৫/১/৮৮-বিধি(অংশ-২)-২৮, তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০১।

- (৩) যেক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের পতাকা অথবা রঙিন পতাকার সহিত ‘বাংলাদেশের পতাকা’ উত্তোলন করা হয়, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য স্থান সংরক্ষিত থাকিবে।
- (৪) যেক্ষেত্রে কেবলমাত্র দুইটি পতাকা অথবা রঙিন পতাকা উত্তোলন করা হয়, সেইক্ষেত্রে ‘বাংলাদেশের পতাকা’ ভবনের ডানদিকে উত্তোলন করা হইবে।
- (৫) যেক্ষেত্রে পতাকার সংখ্যা দুইয়ের অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে অযুগ্ম সংখ্যক পতাকার ক্ষেত্রে ‘বাংলাদেশের পতাকা’ মধ্যখানে এবং যুগ্ম সংখ্যক পতাকার ক্ষেত্রে ‘বাংলাদেশের পতাকা’ মধ্যভাগের ডানদিকে উত্তোলন করা হইবে।
- (৬) যেক্ষেত্রে ‘বাংলাদেশের পতাকা’ অন্য পতাকার সহিত আড়াআড়িভাবে কোন দণ্ডে দেয়ালের বিপরীতে উত্তোলন করা হয়, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকা অন্য পতাকার ডানদিকে আড়াআড়িভাবে থাকিবে (আড়াআড়িভাবে যুক্ত পতাকা দুইটির দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান ব্যক্তির বামদিকে) এবং পতাকা দণ্ডটি অন্য পতাকা দণ্ডের সম্মুখভাগে স্থাপিত হইবে।
- (৭) ‘বাংলাদেশের পতাকা’র উপরে অন্য কোন পতাকা বা রঙিন পতাকা উত্তোলন করা যাইবে না।
- (৮) ‘বাংলাদেশের পতাকা’ শোভাযাত্রার মধ্যভাগে বহন করা হইবে অথবা সৈন্য দলের অগ্রগমন পথে (Line of March) শোভাযাত্রার ডানদিকে বহন করা হইবে।
- (৯) মর্যাদার প্রতীক সম্বলিত ঢালে (escutcheons) অযুগ্ম সংখ্যক পতাকার ক্ষেত্রে ‘বাংলাদেশের পতাকা’ মধ্যভাগে এবং সর্বোচ্চ কেন্দ্রে থাকিবে এবং যুগ্ম সংখ্যক পতাকার ক্ষেত্রে ঢালের ডানদিকে শীর্ষে (ঢালের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান ব্যক্তির বামদিকে) বাংলাদেশের পতাকা স্থাপন করা হইবে।
- (১০) যেক্ষেত্রে অন্য কোন দেশের সহিত ‘বাংলাদেশের পতাকা’ একত্রে উত্তোলন করা হয়, সেইক্ষেত্রে ‘বাংলাদেশের পতাকা’ প্রথমে উত্তোলন করিতে হইবে এবং নামাইবার সময় সর্বশেষে নামাইতে হইবে।
- (১১) যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক দেশের পতাকা প্রদর্শিত হয়, সেইক্ষেত্রে প্রতিটি পতাকা পৃথক পৃথক দণ্ডে উত্তোলন করা হইবে এবং পতাকাসমূহ প্রায় সমান আয়তনের হইবে।
- (১২) যেক্ষেত্রে ‘বাংলাদেশের পতাকা’ অর্ধনমিত থাকে, সেইক্ষেত্রে পতাকাটি প্রথমে স্বল্প সময়ের জন্য পতাকা-দণ্ডের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত উত্তোলন করা হইবে; অতঃপর পতাকাটিকে পতাকা-দণ্ডের দৈর্ঘ্যের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ নামাইয়া স্থাপন করা হইবে। ঐ দিবসে নামাইবার সময় পুনরায় পতাকা-দণ্ডের উপরিভাগ পর্যন্ত উত্তোলন করা হইবে; অতঃপর নামাইতে হইবে।
- উদাহরণ-১: যদি পতাকা-দণ্ড ২৪ ফুট দৈর্ঘ্যের হয় তবে পতাকা-দণ্ডের সর্বোচ্চ চূড়া ও অর্ধনমিত পতাকার উপরিভাগের ব্যবধান ৬ ফুট হইবে।
- উদাহরণ-২: যদি পতাকা-দণ্ড ২৮ ফুট দৈর্ঘ্যের হয় তবে পতাকা-দণ্ডের সর্বোচ্চ চূড়া ও অর্ধনমিত পতাকার উপরিভাগের ব্যবধান ৭ ফুট হইবে।]

- (১৩) যেক্ষেত্রে দণ্ডের উপর ব্যতীত অন্যভাবে কোন দেয়ালের উপর ‘পতাকা’ প্রদর্শিত হয়, সেইক্ষেত্রে উহা দেয়ালের সমতলে প্রদর্শিত হইবে। কোন পাবলিক অডিটোরিয়াম বা সভায় ‘পতাকা’ প্রদর্শন করিতে হইলে উহা বস্তুর পশ্চাতে উপরের দিকে প্রদর্শিত হইবে। যেক্ষেত্রে রাস্তার মধ্যখানে পতাকা প্রদর্শিত হয়, সেইক্ষেত্রে উহা খাড়াভাবে প্রদর্শিত হইবে।
- (১৪) কবরস্থানে ‘জাতীয় পতাকা’ নীচু করা যাইবে না বা ভূমি স্পর্শ করান যাইবে না।
- (১৫) ‘পতাকা’ কোন ব্যক্তি বা জড় বস্তুর দিকে নিম্নমুখী করা যাইবে না।
- (১৬) ‘পতাকা’ কখনই উহার নিচের কোন বস্তু যেমন: মেঝে, পানি বা পণ্যদ্রব্য স্পর্শ করিবে না।
- (১৭) ‘পতাকা’ কখনই আনুভূমিকভাবে বা সমতলে বহন করা যাইবে না, সর্বদাই উর্ধ্বে এবং মুক্তভাবে থাকিবে।
- (১৮) ‘বাংলাদেশের পতাকা’ কোন কিছুর আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না, তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যাহাকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদা বা পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতাসহ সমাধিস্থ করা হয়, তাঁহার শবযানে পতাকা আচ্ছাদনের অনুমোদন প্রদান করা যাইতে পারে।
- (১৯) ‘পতাকা’ এমনভাবে উত্তোলন, প্রদর্শন, ব্যবহার বা সংরক্ষণ করা যাইবে না, যাহাতে উহা সহজেই ছিড়িয়া যাইতে পারে বা যে কোনভাবে ময়লা বা নষ্ট হইতে পারে।
- (২০) কোন কিছু গ্রহণ, ধারণ, বহন বা বিলি করিবার নিমিত্ত ‘পতাকা’ ব্যবহার করা যাইবে না।
- (২১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আরোপিত কোন শর্তাবলী (যদি থাকে) এবং লিখিত অনুমোদন ব্যতীত, কোন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্বোধন, পেশা বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ‘পতাকা’ কোন ট্রেড মার্ক, ডিজাইন, শিরোনাম অথবা কোন প্যাটেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।
- (২২) যেক্ষেত্রে ‘পতাকা’র অবস্থা এমন হয় যে, উহা আর ব্যবহার করা না যায়, সেইক্ষেত্রে উহা মর্যাদাপূর্ণভাবে, বিশেষ করিয়া সমাধিস্থ করিয়া, নিষ্পত্তি করিতে হইবে।
- (২৩) ‘পতাকা’ দ্রুততার সহিত উত্তোলন করিতে হইবে এবং সসম্মানে নামাইতে হইবে।
- (২৪) ‘পতাকা’ উত্তোলন ও নামাইবার সময় এবং প্যারেড পরিক্রমণ ও পরিদর্শনের সময় উপস্থিত সকলে ‘পতাকা’র দিকে মুখ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবেন।
- (২৫) যেক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘পতাকা’ উত্তোলন করা হয়, সেইক্ষেত্রে একই সাথে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হইবে। যখন জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় এবং ‘জাতীয় পতাকা’ প্রদর্শিত হয়, তখন উপস্থিত সকলে ‘পতাকা’র দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন। ইউনিফর্মধারীরা স্যালুটরত থাকিবেন। ‘পতাকা’ প্রদর্শন না করা হইলে, উপস্থিত সকলে বাদ্য যন্ত্রের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন, ইউনিফর্মধারীরা জাতীয় সঙ্গীতের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত স্যালুটরত থাকিবেন।
- (২৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত, ‘জাতীয় পতাকা’ অর্ধনমিত করা যাইবে না, তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান (যে দেশের নিকট তিনি আস্থাভাজন) ইচ্ছা করিলে ঐ সকল দিবসে ‘পতাকা’ অর্ধনমিত রাখিতে পারিবেন, যে সকল দিবসে উক্ত দেশে, সরকারিভাবে ‘পতাকা’ অর্ধনমিত রাখা হয়।

৮। সাধারণ নির্দেশাবলি।—

- (১) মোটর গাড়ী, নৌযান এবং উড়োজাহাজ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ‘পতাকা’ উত্তোলিত থাকিবে, তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ কারণে ভবনসমূহে রাত্রে ‘পতাকা’ উত্তোলিত রাখা যাইতে পারে, যেমন- সংসদের রাত্রের অধিবেশন চলাকালীন অথবা রাষ্ট্রপতি, অথবা মন্ত্রীগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়।
- (২) যেক্ষেত্রে মোটর গাড়ীতে ‘পতাকা’ প্রদর্শন করা হয়, সেইক্ষেত্রে গাড়ীর চেসিস অথবা রেডিয়েটর ক্যাপের ক্ল্যাম্পের সহিত পতাকা দৃঢ়ভাবে আটকাইতে হইবে।
- (৩) ‘পতাকা’র উপর কোন কিছু লিপিবদ্ধ করা যাইবে না বা ছাপান যাইবে না। কোন অনুষ্ঠান বা অন্য কোন উপলক্ষে ‘পতাকা’র উপর কোন কিছু লিপিবদ্ধ করা যাইবে না।
- (৪) উপরে বর্ণিত এবং সময়ে সময়ে পরিবর্তিত উক্ত বিধিসমূহের অনুসরণ ব্যতীত, অন্য কোনভাবে ‘পতাকা’ ব্যবহার করা যাইবে না।
- (৫) সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্তৃক ‘পতাকা’র ব্যবহার এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিশেষ বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৯। বাংলাদেশে বিদেশি পতাকার ব্যবহার।—

- (১) বাংলাদেশে অবস্থিত কূটনৈতিক মিশনসমূহের চ্যান্সারী ভবন এবং কনস্যুলার অফিসসমূহে বিদেশের ‘জাতীয় পতাকা’ উত্তোলন করা যাইতে পারে। অধিকন্তু, কূটনৈতিক মিশনসমূহের প্রধানগণ তঁহাদের সরকারি ভবন এবং মোটর গাড়ীতে তঁহাদের ‘জাতীয় পতাকা’ উত্তোলন করিতে পারিবেন।
 - (২) বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ভ্রমণকালীন সময়ে নিম্নবর্ণিত শ্রেণির সম্মানিত বিদেশি ব্যক্তিগণ তঁহাদের নিজস্ব পতাকা (Personal Standards) অথবা নিজস্ব পতাকা না থাকিলে তঁহাদের দেশের জাতীয় পতাকা তঁহাদের অফিসিয়াল বাসভবনে এবং মোটর গাড়ীতে উত্তোলন করিতে পারিবেন:
 - (ক) রাষ্ট্রপ্রধান;
 - (খ) ভ্রমণরত প্রধানমন্ত্রী;
 - (গ) বিদেশি সরকারের মন্ত্রীবর্গ।
 - (৩) বাংলাদেশে অবস্থিত কূটনৈতিক মিশনসমূহ কোন উপলক্ষে, যেমন-জাতীয় দিবসসমূহে কূটনৈতিক মিশন প্রধানের বাসভবন বা চ্যান্সারী ব্যতীত, যে স্থানে সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইবে, সেইস্থানে তঁহাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে পারিবে, তবে শর্ত থাকে যে, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশের ‘পতাকা’ও সম্মানজনক স্থানে পাশাপাশি উত্তোলন করিতে হইবে।
- নোট: উপরিউক্ত বিধিতে উল্লিখিত সুবিধাদি কেবলমাত্র সেই সকল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহারা পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকেও অনুরূপ সুবিধা প্রদান করিবে।
- (৪) উপরিউক্ত বিধিসমূহের বর্ণনা ব্যতীত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সুনির্দিষ্ট অনুমোদন ব্যতীত, বিদেশি রাষ্ট্রের পতাকা কোন গাড়ীতে বা ভবনে উত্তোলন করা যাইবে না।

বি.জি. প্রেস-২৮৩৮/২০২৩-২৪/(কম-সি২)—২৫০ বই, ২০২৩।

(একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৩.১৪৬

তারিখ ১৬ পৌষ ১৪২৭
৩১ ডিসেম্বর ২০২০বিষয়: বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ এর বিধান প্রতিপালন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার প্রতীক। এর মর্যাদা সমুন্নত রাখা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (Revised up to May, 2010) এ জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত বিধানাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে, যার প্রতিপালন বাধ্যতামূলক। পতাকা বিধিমালা ১৯৭২-এ উল্লিখিত দিবসসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে যা নিম্নরূপ:

“(২৫) যেক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘পতাকা’ উত্তোলন করা হয়, সেইক্ষেত্রে একই সাথে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হইবে। যখন জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় এবং ‘জাতীয় পতাকা’ প্রদর্শিত হয়, তখন উপস্থিত সকলে ‘পতাকা’র দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন। ইউনিফর্মধারীরা স্যালুটরত থাকিবেন। ‘পতাকা’ প্রদর্শন না করা হইলে, উপস্থিত সকলে বাদ্য যন্ত্রের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন, ইউনিফর্মধারীরা জাতীয় সঙ্গীতের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত স্যালুটরত থাকিবেন।”

কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জেলা পর্যায়ে জাতীয় দিবসসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের সময় কতিপয় জেলার ইউনিফর্মধারী ব্যক্তি বিধি অনুযায়ী জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন না করে জেলা প্রশাসকের সাথে পতাকা উত্তোলন করছেন যা বিধি বহির্ভূত।

০২। এমতাবস্থায়, আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২-এর বিধি ৭ (২৫) সহ অন্যান্য বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা হলো এবং ভবিষ্যতে এ বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩১.১২.২০২০
(শফিউল আজিম)
যুগ্মসচিব

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- ৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- ৫। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৬। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- ৭। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
- ৮। জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।
- ৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।